দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 14 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে রাবি উত্তপ্ত ॥ রবীন্দ্র গ্রুপের সাংবাদিক সম্মেলন সোমবার

রাবি সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় বিবেচনায় আরও শিক্ষক নিয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক রাজনীতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগের বিষয় জানাতে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও রবীন্দ্র গ্রুপের স্টিয়ারিং কমিটি সাংবাদিক সম্মেলন করবে। অন্যদিকে দলীয় বিবেচনার কারণে বঞ্চিত মেধাবী দুই প্রার্থী শিক্ষক নিয়োগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করবেন বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, সিন্ডিকেট ও শিক্ষক প্রতিনিধি পদে জামায়াত-বিএনপির সাদা প্যানেলকে জয়ী করানোর জন্য গত নবেম্বর মাস থেকে বিভিন্ন বিভাগের প্রায় এক শ' শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। ৩৭৪তম সিন্ডিকেট সভায় ৩২ জন এবং ৩৭৫তম সিন্ডিকেট সভায় ৩৪ জন শিক্ষকের নিয়োগ পাস করানো হয়। ওই সব নিয়োগের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন প্রার্থী বাছাই, বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশবিহীন, বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং সর্বোপরি মুক্তিযোদ্ধা কোটা উপেক্ষা করে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ এনে কয়েকজন সদস্য সিন্ডিকেট সভায় নোট অব ডিসেন্ট (দ্বিমত) প্রদান করেন। এসব বিষয় নিয়ে সিন্ডিকেট সভায় সদস্যদের বাকবিতণ্ডা ও ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া সমাজকর্ম, ফোকলোরসহ আরও বেশ কয়েকটি বিভাগের ৩০ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় প্রাধান্য পেয়েছে। কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে ওই বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রক্টরের সঙ্গে ক্যাসেট কেলেঙ্কারিতে নগ্ন দলীয় রূপ বেরিয়ে পড়ে। এসব বিষয়ে শিক্ষক সমিতি ও রবীন্দ্র গ্রুপ সাংবাদিক সম্মেলনে কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করবে। কর্মসূচীর মধ্যে উপাচার্যের কাছে অভিযোগ করা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকা হতে পারে বলে শিক্ষকদের নিকট থেকে জানা গেছে। এদিকে শিক্ষক নিয়োগে বঞ্চিত পরিসংখ্যান বিভাগের মৃদুল (সর্বোচ্চ নম্বরধারী ও ৪টিতে প্রথম শ্রেণী) ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের কাজী জাহিদুর রহমান (৪টিতে প্রথম শ্রেণী) ২/১ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করবেন। এর আগে পরিসংখ্যান বিভাগে প্রফেসর শামসুল আলম বীর প্রতীকের মেধাবী কন্যা ড. শারমিন আলমকে (১ম শ্রেণী) মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ দেয়ায় বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়।